তারিখ ... 08 APR 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

কালিহাতীর চারান উচ্চ বিদ্যালয়

২৯ শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ▷

তৃতীয় ঘণ্টায় দশম শ্রেণির ইংরেজি পাঠ। সময়মতো শ্রেণিকক্ষে আসেন শিক্ষক ইউনুস আলী। পড়ানো শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর জানতে চান, সবাই গ্রামার (ব্যাকরণ) বই এনেছে কি না। এর আগে অন্য কোনো দিন তিনি বইয়ের কথা জানতে চাননি। ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯ জনই বই আনেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্লাস থেকে বের হয়ে বেত নিয়ে আসেন। এক দিক থেকে শুরু করেন বেত্রাঘাত।

বেতের আঘাতে এক ছাত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে কমনরুমে নিয়ে মাথায় পানি ঢালা হয়। পরে চারান বাজারে নিয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা। অন্য শিক্ষার্থীদেরও চারান বাজারে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার চারান উচ্চ বিদ্যালয়ে গত বুধবার এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভায় অভিযুক্তকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য সরকারি পাঠ্যসূচির বাইরে বিদ্যালয় থেকে একটি বই নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বুধবার ক্লাসে বই নিয়ে আসার কোনো ঘোষণা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে এদিন তিনি বই দেখতে চান। যারা বই দেখাতে পারেনি তাদের বেত্রাঘাত করা হয়। যে ১১ জন বই নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশ তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়ে। শিক্ষকদের নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো নিষেধ থাকলেও তিনি মানেন না। তিনি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন। লুৎফর রহমান খান আরিফ নামের এক অভিভাবক বলেন, 'আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে ওই বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ছে। তারা দুজনই বুধবার আহত হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার ওই শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়েছেন। ওদের (শিক্ষার্থী) সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। তাঁর (শিক্ষক) কারণে চারান গ্রামের বজলুর রহমান খানের মেয়েসহ কয়েকজন স্কুল ছেড়ে চলে গেছে।'